প্রাতঃকালীন বিনতি প্রার্থনা

রাধাস্বামী নাম । জো গাওয়ে সোঈ তরে ।।

কল কলেশ সব নাশ। সুখ পাওয়ে সব দুখ হরে।। ১।।

এয়সা নাম অপার । কোঈ ভেদ ন জানঈ ।।

জো জানে সো পার । বহুর ন জগমে জনমঈ ।। ২।।

রাধাস্বামী গায় কর । জনম সুফল কর লে ।।

ইয়হী নাম নিজ নাম হ্যায়। মন আপন ধরলে ।। ৩ ।।

ব্যয়ঠক স্বামী অদ্ভূতী । রাধা নিরখ নিহার ।।

আউর ন কঈ লখ সকে । শোভা অগম অপার ।। ৪।।

গুপ্ত রূপ জহ ধরিয়া । রাধাস্বামী নাম।।

বিনা মেহর নহি পাওঈ । জহা কোঈ বিশ্রাম ।। ৫।।

করু বন্দগী রাধাস্বামী আগে ।

জিন পরতাপ জিও বহু জাগে ।। ৬।।

বারম্বার করু পরনাম। সতগুরু পদম ধাম সতনাম।। ৭।।

আদি অনাদি জুগাদি অনাম।

সন্ত স্বরুপ ছোড় নিজ ধাম ।। ৮।।

আয়ে ভওজল নাও লগাঈ ।

হম সে জীওন লিয়া চঢ়াই ।।৯।।

শব্দ দৃঢ়ায়া সুরত বতাঈ।

করম ভরম সে লিয়া বচাঈ।।১০।।

কোটি কোটি করু বন্দনা । অরব খরব দন্ডৌত।।

রাধাস্বামী মিল গায়ে। খুলা ভক্তি কা সোত।।১১।।

ভক্তি সুনাঈ সব সে ন্যারী।

বেদ কতেব ন তাহি বিচারী ।।১২।।

সত্ত-পুরুষ চৌথে পদ বাসা।

সন্তন কা ওঅহা সদা বিলাসা।।১৩।।

সো ঘর দরসায়া গুরু পূরে ।

বীন বজে জহ অচরজ তূরে।।১৪।।

আগে অলখ পুরুষ দরবারা।

দেখা জায় সুরত সে সারা।।১৫।।

তিস পর অগম লোক ইক ন্যারা।

সন্ত সুরত কোই করত বিহারা।।১৬।।

তহা সে দরসে অটল অটারী।

অদ্ভূত রাধাস্বামী মহল সওয়ারী ।।১৭।।

সুরত হুঈ অতি কর মগনানী।

পুরুষ অনামী জায় সমানী ।।১৮।।

সন্ধ্যাকালীন বিনতি

বার বার করু বীনতী । রাধাস্বামী আগে।।

দয়া করো দাতা মেরে। চিত চরনন লাগে ।। ১।।

জনম জনম রহী ভূল মে। নহি পায়া ভেদা।।

কাল করম কে জাল মে । রহি ভোগত খেদা।।২।।

জগত জীও ভরমত ফিরে । নিত চারো খানী ।।

জ্ঞানী যোগী পিল রহে । সব মন কী ঘানী ।।৩।।

ভাগ জগা মেরা আদি কা। মিল সতগুরু আঈ।।

রাধাস্বামী ধাম কা। মোহি ভেদ জনাঈ।।৪।।

উচ সে উঁচা দেশ হ্যায় । ওঅহ অধর ঠিকানী।।

বিনা সান্ত পাওয়ে নহী। সুর্ত শব্দ নিশানী ।।৫।।

রাধাস্বামী নাম কী। মোহি মহিমা শুনাঈ।।

বিরহ অনুরাগ জগায় কে । ঘর পহুচু ভাই।।৬।।

সাধ সংগ কর সার রস। ম্যায়নে পিয়া অঘাঈ ।।

প্রেম লগা গুরু চরণ মে। মন শান্ত ন আঈ।।৭।।

তড়প উঠে বেকল রহু। কস পিয়া ঘর জাঈ।।

দরশন রস নিত নিত লহু। গহে মন থিরতাঈ।।৮।।

সুরত চঢ়ে আকাশ মে । করে শব্দ বিলাসা।।

ধাম ধাম নিরখত চলে। পাওয়ে নিজ ঘর বাসা।।৯।।

ইয়হ আসা মেরে মন বসে।রহে চিত্ত উদাসা।।

বিনয় সুনো কিরপা করো।দীজে চরন নিবাসা।।১০।।

তুম বিন কোই সমরথ নহী । জা সে মাগূ দানা।।

প্রেম ধার বরোখা করো । খোলো অমৃত খানা।।১১।।

দীন দয়াল দয়া করো। মেরে সমরথ স্বামী।।

শুকর করু গাওত রহু। নিত রাধাস্বামী।।১২।।

প্রাতঃ ও সন্ধ্যাকালীন বিরতি

বার বার কর জোড় কর। সবিনয় করু পুকার।।

সাধ সংগ মোহি দেও নিত।পরম গুরু দাতার।।১।।

কৃপাসিন্ধু সমরথ পুরুষ।আদি অনাদি অপার।।

রাধাস্বামী পরম পিতু। ম্যায় তুম সদা অধার।।২।।

বার বার বল জাউ। তনমন ওয়ারু চরণ পর।।

ক্যা মুখ লে ম্যায় গাউ। মেহর করী জস কৃপা কর ।।৩।।

ধন্য ধন্য গুরু দেও। দয়া সিন্ধু পূরন ধনী।।

নিত্য করু তুম সেও। অচল ভক্তি মোহি দেও প্রভু।।৪।।

দীন অধীন অনাথ। হাথ গহা তুম আন কর ।।

অব রাখো নিত সাথ । দীন দয়াল কৃপা নিধী ।।৫।।

কাম ক্রোধ মদ লোভ । সব বিধি অবগুন হার ম্যায়।।

প্রভু রাখো মেরি লাজ ।। তুম দ্বারে অব ম্যায় পড়া ।। ৬।।

রাধাস্বামী গুরু সমরথ। তুম বিন আওরা ন দুসরা।।

অব করো দয়া পরতকস। তুম দর এতী বিলম্ব কেও।।৭।।

দয়া করো মেরে সাইয়া। দেও প্রেম কি দাত।।

দুখ সুখ কুছ ব্যাপে নহী। ছুটে সব উতপাত।।৮।।

তোমার দ্বারে এত বিলম্ব কেন! হে আমার প্রভু! আমাকে দয়া ও প্রেম দান কর। সুখ-দুঃখ কিছুই যেন আমার নাগাল না পায়—সমস্ত উৎপাত ছুটিয়া যায়।

(৪)

সদ্‌গুরু-বন্দনা

গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ।
গুরুরেব পরং ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।।
অখণ্ডমন্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।।
অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন-শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।।
স্থাবরং জঙ্গমং ব্যাপ্তং যেন কৃৎস্নং চরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।।
চিদ্রূপেন পরিব্যাপ্তং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।।
ন গুরোরধিকং তত্ত্বং ন গুরোরধিকং তপঃ।
তত্ত্বজ্ঞানাৎ পরং নাস্তি তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।।

মন্নাথঃ শ্রীজগন্নাথো মদ্‌গুরুঃ শ্রীজগদ্‌গুরুঃ।
মদাত্মা সর্ব্বভূতাত্মা তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥
গুরুরাদিরনাদিশ্চ গুরুঃ পরমদৈবতম্।
গুরোঃ পরতরং নাস্তি তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥
ব্রহ্মানন্দং পরমসুখদং কেবলং জ্ঞানমূর্ত্তিম্
দ্বন্দ্বাতীতং গগনসদৃশং তত্ত্বমস্যাদি লক্ষ্যম্।
একং নিত্যং বিমলমচলং সর্ব্বধীসাক্ষীভূতম্
ভাবাতীতং ত্রিগুণরহিতং সদ্‌গুরুং ত্বাং নমামি ॥

বাংলা অনুবাদ ঃ–

গুরুই ব্রহ্মা, গুরু বিষ্ণু,গুরুই দেব মেহেশ্বর, গুরু পরব্রহ্মও– সেই শ্রীগুরুকে প্রণাম করি।

অখণ্ডমণ্ডলাকারে যিনি চরাচরে পরিব্যাপ্ত তাঁর স্বরূপ দর্শন করান যিনি সেই শ্রীগুরুকে প্রণাম করি।

অজ্ঞানতার তিমিরে আবৃত জনের চক্ষু জ্ঞান-শলাকার দ্বারা উন্মীলনকারী শ্রীগুরুকে প্রণাম করি।

যিনি এই চরাচরে স্থাবর জঙ্গমে ব্যাপ্ত, তার স্বরূপ

জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ
গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে।
রাধে গোবিন্দ গোবিন্দ গোবিন্দ গোবিন্দ
গোবিন্দ ব'লে সদা ডাক রে।
ছাড় রে মন কপট চাতুরি
বদনে বল হরি হরি
হরি নাম পরম ব্রহ্ম জীবের মূল ধর্ম্ম
অধর্ম্ম কুকর্ম্ম ছাড় রে।
ছাড় রে মন ভবের আশা
অজপা নামে কর রে নেশা,
রাধে গোবিন্দ নামটি বদনে লইয়ে
নয়ন-নীরে সদা ভাস রে।

—শ্রীশ্রীঠাকুর

যজন, যাজন, ইষ্টভৃতি

যজন, যাজন, ইষ্টভৃতি—সৎসঙ্গী মাত্রেরই অবশ্য পালনীয় নিত্য ব্রত। সদাচারসম্পন্ন হইয়া নিষ্ঠা ও অনুরাগের সহিত ইষ্টের নামধ্যানপরায়ণ হইয়া চলা,